নেপোলিয়ন বোনাপার্টের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার ও অবদান আলোচনা কর?

উঃ- একজন অসাধারণ প্রতিভাশালী সেনানায়ক বা রণনিপুণ যোদ্ধা হিসেবেই নয়, একজন সুশাসক ও প্রশাসনিক হিসেবেও নেপোলিয়ন তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন, ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ তাঁর প্রবর্তিত কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে ও বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। দেশবাসীর মৌলিক অধিকার সুরক্ষিত করা। প্রথম কনসাল হিসেবে রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে স্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেন। নেপোলিয়ন তার আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে তাঁর সৃষ্ট কোড নেপোলিয়ন তার যুদ্ধজয়ের চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঐতিহাসিকরাও তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে একমত। বিশ্বে কোনো সন্দেহ নেই যে তার সংস্কারগুলি স্থায়ী ও দীর্ঘস্থায়ী। অন্যদিকে তার সাম্রাজ্য ছিল ক্ষণস্থায়ী। তার উল্লেখযোগ্য সংস্কারগুলির জন্য ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন তাঁকে আধুনিক ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক স্থায়ী প্রতিষ্ঠাতা শাসক বলে অভিহিত করেছেন।

☐ তিনি মূলত ৪টি উদ্দেশ্য নিয়ে তার শাসন সংস্কার আরম্ভ করেন। যেমন —

① তিনি একটি কেন্দ্রীভূত শাসন প্রবর্তন ও জনহিতকর কার্যাবলীর মাধ্যমে ফরাসি জাতির কৃতজ্ঞতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন।

Scanned by CamScanner

শাসনতান্ত্রিক: নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ও সরকার কাঠামো ছিল কেন্দ্রীভূত। ফ্রান্সে সর্বপ্রথম নেপোলিয়নের শাসন প্রবর্তন করে দেশবাসীর জন্য শান্তি ও নিরাপত্তাবোধ সুনিশ্চিত করেন। দূর-দূরান্তে তিনি সরকার ও স্থানীয় শাসনের ভার তোলেন। তিনি শাসনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র প্রবর্তন করেন। প্রথম কনসাল হিসেবে তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হন। আইনসভা ৪টি কক্ষে বিভক্ত হয়। প্রথম কনসালের সম্মতি ছাড়া কোনো বিল আইনে পরিণত হতে পারত না। সমগ্র ফ্রান্সকে ৮৩টি প্রদেশ বা ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত করা হয়। প্রদেশগুলিকে আবার ৫৪৭টি জেলা বা ক্যান্টনে বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রদেশ ও জেলাগুলির শাসনকর্তা ছিলেন যথাক্রমে প্রিফেক্ট ও সাব-প্রিফেক্ট। নীচু স্তরের সহকারী পদাধিকারী কর্মচারী নির্বাচিত পৌরসভার মেয়র ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মী, শিক্ষক, বিচারক অন্যান্য সরকারি কর্মচারী তার দ্বারা নিযুক্ত হত। পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব ছিল ফুশের হাতে। বিদেশ দপ্তর ছিল ট্যালিরান্ড এর দায়িত্বে, লুইসের সেনাপতির অন্তর্ভুক্ত দপ্তর। শিক্ষামন্ত্রকের দায়িত্ব ছিল ফোঁতান-এর উপর। প্রশাসনিক প্রক্রিয়া, বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ বা আইন প্রণয়ন সবক্ষেত্রেই নেপোলিয়নের মত চূড়ান্ত বলে গৃহীত হত।

Scanned by CamScanner

সামাজিক :- সমাজসংস্কারকদের অন্যতম
স্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক চিন্তাধারা।
আধুনিক ভারতের ইতিহাসে অসাধারণ ক্ষমতা
এক সংস্কারক হিসেবে তোমাকে বলা হয়ে থাকে
থাকেন। তৎকালীন সমাজে মহিলাদের অবস্থা
শোচনীয় অবস্থা কুসংস্কার চরম ছিল, তিনি
বিধবা বিবাহ সামাজিক সংস্কারের জন্য
কেন। সমাজের এক শ্রেণীর যে উচ্চ বর্ণের
ব্রাহ্মণ সমাজ ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করেন,
সামাজিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৬৬
[illegible] ... সমাজ স্থাপন করেন, তিনি
বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন
বাঙালি সমাজের ... করেন, এক শ্রেণীর
... সমাজের বিরুদ্ধে তিনি
... ইউরোপের কর্মসূচী গ্রহণ করেন,
অসবর্ণ বিবাহ রীতিনীতি তিনি সামাজিক
বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি বিবাহের কর্মসূচী গ্রহণ
করে সামাজিক মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

শিক্ষা :- শিক্ষাসংস্কারক
হিসেবে তিনি নতুন
শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল
আধুনিক ও পাশ্চাত্য ভাবধারার বৈজ্ঞানিক চিন্তা তোলা,
সামাজিক শিক্ষা ছিল আধুনিক ও প্রকৃত সত্য।
তাই। তার উদ্যোগে স্থাপিত আধুনিক শিক্ষা
বিজ্ঞান, আইন, কারিগরি, শিল্প, শিল্প
সংক্রান্ত বিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
হয়। বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রসারের প্রতিষ্ঠান

Scanned by CamScanner

(২) বিপ্লবোত্তর যুগে সেনাবাহিনী আমলাতান্ত্রিক ও নিজ প্রভাব খাটিয়ে ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে চান।
শক্তিশালী সরকার গঠন করতে চান।

(৩) নেপোলিয়ন শাসনব্যবস্থাকে কেন্দ্রীভূত করে ও সংস্কার করে ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করতে চান।

(৪) সমগ্র বিপ্লবের নেপোলিয়নের শাসনকালে অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবের মূলনীতিগুলি যেমন — আইনের চোখে সমান অধিকার, বাক স্বাধীনতার অধিকার, ভোট প্রভৃতিকে প্রতিষ্ঠা করা। এই আদর্শগুলি নিয়ে ফ্রান্স অগ্রসর হয়।

সন্ত্রাসের রাজত্ব :- বিপ্লব চলাকালীন বিভিন্ন গোষ্ঠী, জ্যাকোবিন ও গিরোন্ডিস্টদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এই জ্যাকোবিনদের উগ্রপন্থী শাসন অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। এইকারণেতেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর বোঝাপড়ার উপর ভিত্তি করে আক্রমণ করেন। সেনাবাহিনী অভিযুক্ত বিদ্রোহী কৃষকদের সন্দেহজনক ব্যক্তি হিসাবে গ্রেফতার করা হয়। রাজতন্ত্রী, জ্যাকোবিন, জিরোন্ডিনদের গিলোটিনে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। রোবসপিয়ারের নেতৃত্বে জ্যাকোবিনদের কঠোর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু হয়। রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত মানুষেরা ব্যাপক প্রতিবাদ জানান। এইভাবে শেষ হয় সন্ত্রাসের রাজত্ব।

বিভিন্ন আবাসিক বিদ্যালয় সম্পর্কে বলুন — তাদের আবাসিক শিক্ষার্থী সংখ্যা, সমস্যা সহ সকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

উত্তর :- আবাসিক বিদ্যালয় হল এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি থাকা-খাওয়ার সুযোগ পায়। এই ধরনের বিদ্যালয়ে সাধারণত দূরবর্তী এলাকা থেকে আসা শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে। এখানে শিক্ষার্থীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা, খাবার ব্যবস্থা, চিকিৎসা সুবিধা, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকে। শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এই ধরনের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। এখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে শৃঙ্খলা, সময়ানুবর্তিতা, দায়িত্ববোধ ও সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে বর্তমানে অনেক আবাসিক বিদ্যালয় রয়েছে। এগুলোর মধ্যে কিছু বিদ্যালয় সরকারি, কিছু বেসরকারি এবং কিছু বিদ্যালয় এনজিও পরিচালিত। এই বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে। এই বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে কিছু বিদ্যালয় শুধু ছাত্রদের জন্য, কিছু শুধু ছাত্রীদের জন্য এবং কিছু বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রী উভয়ের জন্য। এই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা আলাদা থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ের কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, কারণ পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পর বাকী শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা নেই। এই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ের কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, কারণ পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পর বাকী শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা নেই। এই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ের কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, কারণ পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পর বাকী শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা নেই।

বিঃ দ্রঃ :- বেসরকারি বিদ্যালয়ের অনুকরণ বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিল ঔপনিবেশিক সরকার, অনেক স্থানে পরিচালনা আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়ন করা হয়েছে, কিন্তু সেসব স্থানে আবাসিক ব্যবস্থা নেই। এই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ের কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, কারণ পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পর বাকী শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা নেই। এই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হয়, তবে অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয়ের কোনো স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, কারণ পাঠ্যসূচী শিক্ষার্থীদের কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না। শিক্ষার্থীদের উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের পর বাকী শিক্ষার্থীদের জন্য আবাসিক ব্যবস্থা নেই।

Scanned by CamScanner